মেহেরপুরের গাংনীতে ডিবি পুলিশের অভিযানে পরিত্যক্ত মাদক জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪ কেজি গাঁজা ও ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ।

আজ রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই শাহিনুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই মাসুদ রানা ও কনস্টেবল আশরাফুল ইসলাম এবং মামুন মিয়ার সমন্বিত একটি দল গাংনী থানা এলাকায় অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধারের বিশেষ অভিযানে গাংনী উপজেলার চেংগাড়ায় মৃত তাহাজ উদ্দিনের ছেলে আলালের আম বাগানের সামনে একটি সাদা রংয়ের প্লাষ্টিকের বস্তার মধ্যে বাদামী রংয়ের কসটেপ দ্বারা মোড়ানো ২ পোটলায় মোট ৪ কেজি গাঁজা এবং ২০ বোতল ফেনসিডিল পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মালিক বিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় মাদকগুলি জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং ২০ বোতল ফেনসিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ হাজার টাকা। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে গাংনী থানায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

আওয়ামী লীগের ডজন, বিএনপির তিন, জামায়াতের একক প্রার্থী

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় চালিয়ে যাচ্ছেন জনসমর্থনের চেষ্টা । ইতোমধ্যে বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীর জনসমাবেশ করে জানান দিয়ে

শুরু করেছেন নির্বাচনী প্রস্তুতি।

স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে মেহেরপুর-২(গাংনী)আসনের নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে নতুন চমক থাকতে পারে বলে তৃণমুল নেতাকর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা সরকারের সাফল্য তুলে ধরে মিটিং, মিছিল,গণজমায়েত,উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দির্ঘদিনের সাফল্যের বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে জানান দিয়ে নিজের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন। এতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের মধ্যে গ্রুপিং রাজনীতির শুরু হয়েছে। তৃণমুল নেতাকর্মীরা কোন নেতার কাছে যাবেন এ নিয়েও পড়েছেন দ্বিধাদন্দে। তবে দলীয় স্বার্থে সকলেও ডাকেই নিজ কৌশলে উপস্থিতি দেখানোর চেষ্টা করছেন।

অন্য দিকে বিএনপি,জামায়াতে ইসলামী,জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকজনও বসে নেই। তারাও তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের নিজস্ব কৌশলে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে জনসর্থন থাক আর না থাক বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে ডজন খানেক নেতাকর্মীরা মনোয়ন চাইবেন বলে স্ব-স্ব সুত্রে জানা গেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার জনগনের সাথে সম্পৃক্ত ও উন্নয়ন দেখে সঠিক নেতা নির্বাচন করেবন আওয়ামীলীগের ভোটাররা। নেতাদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট নিয়ে পাড়া মহল্লা ও চায়ের দোকানে বসে গল্পে গল্পে চলছে চুলচেরা বিশ্লেসন। সাধারণ মানুষ যার কাছে মুল্যায়িত হবে তাকেই বেছে নেবেন সাধারণ মানুষ।

সুত্র জানায়, বর্তমান সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আবারও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করে গানী উপজেলায় বিভিন্ন উনয়নমুলক কার্যক্রম করে জনমনে অনেকটাই প্রসংশিত । স্কুল,কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা,রাস্তাসহ বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সংসদ সদস্যের অবদানকে মানুষ মনে রাখবেন বলে দাবী করে আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন পেলে নৌকার বিজয় নিশ্চিত মনে করছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন তার নির্বাচনী এলাকায় কৃষকদের জীবন রক্ষায় ‘‘শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি’’ করে আলোচিত হয়েছেন। তিনিও বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন তুলে ধরে মিটিং সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। চেষ্টা করছেন গ্রাম গঞ্জের তৃণমুল নেতাকর্মীদের সাথে রেখে আগামী নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন।

এ্যাডভোকেট রাশেদুল হকজুয়েল। তিনি বর্তমানে গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান। তিনিও বিভিন্ন ভঅবে লোকজনের মাঝে সভাসমাবেশ করে জনসমর্থন চাইছেন। জনসমর্থনে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসুচী পালনের মাধ্যমে নেতাকর্মীদের সাথে সু-সম্পর্ক গাড় করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনিও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন। দলীয় পদে না থাকলেও বর্তমান সরকার তরুন নেতৃত্বের দিকে মুল্যায়ন করবেন বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

গাংনীর কাজিপুর কলেজের সহকারি অধ্যাপক ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালক মোঃ রিয়াজ উদ্দীন,দলীয় কোন পদে না থাকলেও তিনি ছাত্র জীবন থেকে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে আসছেন। তিনিও মনোনয়নের জন্য আবেদন করবেন।

একই সাখে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের সাবেক ছাত্র লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম রিন্টু চাইবেন বাংলাদেশ আওয়মীলীগ থেকে মনোনয়ন। তিনিও গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে নৌকার পক্ষে ভোট চাইছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে তিন জন প্রার্থী মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ আমজাদ হোসেন বর্তমানে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শারীরীক অসুস্থতার কারনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি কিছুটা জন-বিচ্ছিন্ন। উপজেলা পর্যায়ে কোন মিটিং মিছিলে তার অংশগ্রহন চোখে পড়েনা বলে বিএনপি সমর্থকারিদের।

সে কারনে যে সকল নেতাকর্মীরা বর্তমান সরকারের সময় পর্যন্ত মামলা,হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের মুল্যায়ন চাইবেন বিএনপির সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে তৃণমুল নেতাকর্মীরা। মামলা হামলার মধ্যে থেকেও গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে রেখেছেন এমন নেতাদের মুল্যায়ন চাইছেন বিএনপি মনা মানুষ।

অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে বিভিন্ন সময় মিটিং মিছিল,পদযাত্রা ও সরকারি বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছেন তিনি। মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে ধানের,শীষে মনোনয়ন চাইবেন জাভেদ মাসুদ

মিল্টন। তবে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে তিনি কিছুই করবেন না বলে জানিয়েছেন।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনিও এবার দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। ক্ষমতাশীন দলের করা মামলায় জর্জরিত আসাদুজ্জামান বাবলু। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে গুছিয়ে রাখতে তার অবদান ও ভুমিকা রয়েছে যথেষ্ট। মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কাছে অনেক জনপ্রিয়। তিনিও দলীয় বিএনপি দলীয় মনোনয়ন চাইবেন। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসন বিএনপি জয়লাভ করবে বলেও তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে, তলে তলে দলকে চাঙ্গা রাখতে আসাদুজ্জমান বাবলু’র ভ’মিকা অস্বীকার করার মত নয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর মেহেরপুর জেলা শাখার সুরা সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের জন্য মনোয়ন চাইবেন বলে জানিয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি জনসমর্থন চাইতে বিভিন্ন এলাকায় পোষ্টার লিফলেটের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলীয় মনোনয়ন পেলে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসন থেকে একক প্রার্থী হিসেবে নাজমুল হুদার নাম শোনা যাচ্ছে। দলীয় মনোনয়ন পেলে এবং সুষ্ঠ্য নির্বাচন হলে গাংনী আসনটি জামায়াত ইসলামী বিপুল ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম থেকে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে তরুন পজন্মের প্রার্থী মোঃ জাবেদুর রহমান জনির নাম একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছে দলটি। গাংনী উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গাংনীর মানুষৈর প্রত্যাশা পুরুনে কাজ করতে চান জাবেদুর রহমান জনি। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতয় সংসদ নির্বাচনে এনডিএম থেকে মনোনয় পেলে ভোট যুদ্ধে শরিক হবেন। তবে সাধারণ মানুষের আপদ বিপদে পাশে থেকে সাধারণ মানুষের সেবা করার সুযোগ চান তিনি।

২৪ লাখ টাকার বায়োমেট্রিক মেশিনের প্রায় সবই বিকল

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করা ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসগুলো বেশিরভাগই এখন বিকল হয়ে আছে। কিছু মেশিন সচল থাকলেও হচ্ছে না এর সঠিক ব্যবহার। প্রায় সাড়ে ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে কেনা ডিভাইসগুলো এখন পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায়।

ডিজিটাল বায়োমেট্রিক শিক্ষক হাজিরা ডিভাইস ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও মোটা অংকের অর্থ কেলেঙ্কারীর কারনে অল্পদিনেই এগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। এই অকেজো ডিভাইসগুলো এখন শিক্ষকদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক হাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রথম পর্বে থাকছে গাংনী উপজেলা নিয়ে। পরবর্তিতে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার চিত্রও তুলে ধরা হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে ২০১৯ সালে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বছরই স্থাপন করা হয় গাংনী উপজেলার ১৬২ টি বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা ডিভাইস। যার খরচ হয়েছে ২৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বায়োমেট্রিক হাজিরা ডিভাইস কেনা হয় ১২ হাজার টাকা ও অনলাইন করতে খরচ হয় প্রতিটি মেসিনে ৩ হাজার টাকা।

ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসটি যন্ত্রটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে উপস্থিত ও ছুটির সময় শিক্ষকরা হাজিরা মেশিনে আঙুলের ছাপ দেবেন। শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করতেই সরকার এ পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু, বছর না ঘুরতেই জেলার প্রায় ৯০ ভাগ ডিভাইস বিকল হয়ে গেছে। বাকিগুলোর নেই কোনো ব্যবহার।

অভিযোগ আছে, অনেক শিক্ষকই চান না ডিজিটাল হাজিরা মেশিন চালু থাকুক। কারণ প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষা অফিসের নাম ভাঙিয়ে অনেক শিক্ষক রাজনৈতিক, সামাজিক অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সঙ্গে সময় কাটান। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই এসব মেশিন ইচ্ছেকৃতভাবে অকেজো করে রেখেছেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষের উদাসিনতা ও সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণেও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে বায়োমেট্রিক হাজিরা

যন্ত্রগুলো।

করোনার অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষকরা বলছেন, করোনায় বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ডিভাইসগুলো ব্যবহার হয়নি। একই সঙ্গে সফটওয়্যার আপডেট না থাকায় এখন আর ব্যবহার হচ্ছে না।

নাম প্রকাশ না কারার শর্তে একাধিক শিক্ষক বলেন, ‘২০১৯ সালে আমরা স্লিপ ফান্ডের টাকা দিয়ে হাজিরা মেশিন কিনেছিলাম। করোনায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর ব্যবহার করা হয়নি। নতুন করে কোনো নির্দেশনা না দেওয়ায় এখন ব্যবহার হচ্ছে না বায়োমেট্রিক হাজিরা। এরমধ্যে যেসব মেশিন সচল রয়েছে সেগুলোতে ডাটা আপডেট না করায় এবং সার্ভারের সঙ্গে ঠিকঠাক কানেকশন না থাকায় অকার্যকর পড়ে আছে। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক স্কুলকে এখন ম্যানুয়াল হাজিরা খাতা ব্যবহার করতে হচ্ছে।

গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, ‘যাচাই-বাছাই করেই বায়োমেট্রিক হাজিরা যন্ত্রগুলো কেনা হয়েছে। করোনার কারণে মেশিন চালু করা সম্ভব হয়নি। এরইমধ্যে সামনের ডিসেম্বর মাসে সার্ভিসের মেয়াদও শেষ হবে। তিনি বলেন, এখনো অনেক বিদ্যালয়ে এটি চালু রয়েছে। আমার বিদ্যালয়েও ডিজিটাল ডিভাইস চালু রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি মহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক হাফিজুর রহমান বকুল বলেন, ‘শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের এটি একটি ভালো উদ্যোগ ছিল। এই উদ্যোগের ফলে সঠিক সময়ে শিক্ষকরা হাজির হবেন। এতে লেখা পড়ার মানোন্নয়নও হতো।

সাবেক শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।’ এ শিক্ষকের মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে এটি যেন লোকদেখানো না হয়ে বাস্তব্যে রূপ দেওয়া হয়। এতে শুধু শিক্ষক হাজিরা নয় বাড়বে শিক্ষার মান। একই সঙ্গে কমবে শিক্ষক অনুপস্থিতির মানসিকতা।’

গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দীন বলেন, ডিজিটাল ডিভাইসগুলো অধিকাংশই বিকল হয়ে রয়েছে। আমি শিক্ষকদের ডেকে বলেছি তারা যাদের মাধ্যমে এগুলো লাগিয়েছে তাদের ডেকে ঠিক

ঠাক করে দিতে। কিন্তু আজও সেটি হয়নি। তিনি আরও বলেন, আমি কোম্পানীর লোককেও ডেকেছিলাম। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ঠিক করে দেওয়ার কিন্তু ঠিক করে দেইনি।

ডিজিটাল এ যন্ত্রটির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনরা। তবে নিম্নমানের যন্ত্র ও সঠিক তদারকির অভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই মেশিনগুলো ঠিক করে পুনরায় চালুর দাবি তাদের।

গাংনীতে জনতার হাতে মোটরসাইকেল চোর আটক; পুলিশে সোপর্দ

গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে থেকে মোটরসাইকেল চুরির সময় মানিক মিয়া নামের এক চোরকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। মানিক মিয়া(৪০) কুষ্টিয়া মিরপুরের ছাতিয়ান ইউনিয়নের ধলসা গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

মঙ্গলবার রাত ৮ টার সময় এঘটনা ঘটে। মানিক মিয়াকে গণধোলায় শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন জানান,গাংনী বাজারের আশরাফুল ইসলাম তার একটি মোটরসাইকেল আমিরুল ইসলাম মার্কেটের সামনে মোটরসাইকেল রেখে বাজার করছিল। এসময় তার মোটরসাইকেলটি মানিক মোটরসাইকেলটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে মানিককে আটক করে গণধোলাইয়ের পর গাংনী থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মোটরসাইকেল চোর সন্দেহ একজনকে পুলিশে সোপর্দ করেছে বাজারের লোকজন। তাকে চুরির মামলায় দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে শিক্ষক কল্যাণ সমিতির জমি দখলমুক্ত করতে সংঘর্ষ আহত ১৬

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে ছয় শিক্ষক ও নারীসহ অনন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার(২২ আগষ্ট) বেলা ১১ টার সময় গাংনী পৌর এলাকার-মেহেরপুর সড়কের বাঁশবাড়িয়া এলাকায় অবস্থিত শিক্ষক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ের সামনে লাঠিশোঠা নিয়ে এক রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত শিক্ষকরা হলেন- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও গাংনী পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন(৫৫) জিলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আলমগীর হোসেন মিঠু, এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ,সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ, রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান লিখন, ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রায়হান আলী। শিক্ষকদের ওপর হামলাকারিদের দ্রত গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়ে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষকরা।

অপরদিকে শিক্ষকদের হামলায় কার্যালয়ের জমি দখলকারিদের মধ্যে নারীসহ অন্তত দশজন আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলো-বাঁশবাড়িয়া গ্রামের নিজাম উদ্দিন-(৪০), মিজান (২৫), মুজাম (৩৫), সোহেলী খাতুন (২৫), সুমাইয়া (২২), হাবিবা খাতুন
(৪০) শহিদুল ইসলাম (৫০), শিপন আলী (২০), সোহরাব হোসেন (৩০), ইমরান আলী (২৫), নাজিরা খাতুন (২৫)।
আহতদের মধ্যে মুজাম ও সোহেলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাদের

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি ঘটনা শুনতে পেয়ে দ্রত পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছি। উভয় পক্ষের লোকজন জখম হয়েছে। জখম হওয়া ব্যক্তিরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি থমথমে। এখনও কোন পক্ষ থেকে অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর সহড়াতলায় গ্রেফতার আতঙ্কে গ্রামবাসী

ঘটনার এক দিন পর বিজিবির সদস্যদের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা প্রদানসহ নানা অভিযোগ এনে সহড়াতলা গ্রামের এজাহার নামীয় ১২ ও অজ্ঞাত ৫০/৬০ জনের নামে গাংনী থানায় মামলা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো: ইসরাইল শেখ বাদী হয়ে ধারা ২৪/৩৩২/৩৫৩/৩৪ দ.বি আইনে গত রবিবার রাতে এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলার নং ২৩, তারিখ ২০/০৮/২০২৩ ইং।
এদিকে গ্রামবাসীর দাবি, বিজিবি কোনো উসকানি ছাড়াই গ্রামের আশিক নামের প্রবাস ফেরত একজন ভাল ছেলেকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ও মারধর করে রক্তাক্ত করার প্রতিবাদ করায় সাধারণ মানুষের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে বিজিবি। এ মামলায় কিছু নাম উল্লেখ করলেও বাকি নামগুলো অজ্ঞাত থাকায় গোটা গ্রামের মানুষের মাঝে বর্তমানে মামলা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ মানুষ পুলিশি আতঙ্কে এখন পালাতে শুরু করেছেন।

এদিকে ৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি’র) হাত থেকে হ্যান্ডকাফসহ পালিয়ে যাওয়া আশিক (৩০)কে গ্রেফতরা করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গত রবিবার (২০ আগস্ট) দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের পাগলার ব্রীজের উপর থেকে তাকে হ্যান্ডকাপসহ গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলা হওয়ার পরপরই পুলিশ অভিযান

চালিয়ে তাকে হ্যান্ডকাপ পরিহিত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সোয়া ৮ টার দিকে বিজিবির একটি টিম সহড়াতলা বাজারের ফকিরের মোড় এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হাড়াভাঙ্গা গ্রামের সলেমান আলীর ছেলে সৌদী প্রবাস ফেরত আশিক(২৭) কে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চাই। ক্যাম্পে যেতে না চাইলে তাকে বিজিবি সদস্যরা মারধর করে। এতে সে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন আশিক। পরে স্থানীয়রা জানতে চান কেনো তাকে এভাবে মারধর করছেন। এক পর্যায়ে গ্রামবাসি আশিককে বিজিবির হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। পরে সে হ্যান্ডকাপ নিয়ে পালিয়ে যান।

স্থানীয় বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিজিবির সদস্যরা একজন ছেলেকে বাজারের উপর বুট দিয়ে লাথি মেরে রক্তান্ত করে ফেলে রাখায় এলাকার মানুষ তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওই যুবককে ছাড়িয়ে নেন। এনিয়ে বিজিবির সাথে বাক বিতন্ড হয়েছে। এনিয়ে গ্রামবাসির উপর মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।

৫ নং ওয়ার্ড সহড়াতলা গ্রামের ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম লাটু বলেন, বিজিবি’র মামলার কারনে গ্রামের অনেক লোক এখন পালিয়ে যাচ্ছে। আতংকের মধ্যে রয়েছেন অনেকেই। মামলায় ১২ জনের নাম উল্লেখ থাকলেও অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে ৫০/৬০ জনকে। আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিজিবির কাছে আহবান জানাবো এলাকায় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে মামলা থেকে বিরত থাকতে।

কাজিপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলাম বলেন, বিজিবির মামলা সমন্ধে এখনো আমার কাছে তথ্য নেই। মামলার কথা এই প্রথম শুনলাম। বিষয়টি জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের লোকজন বসে বিষয়টি মিটালে সবাই ভাল থাকবে।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদা বিশ^◌াস বলেন, এই ঘটনায় তাৎক্ষনিকভাবে ৫ নং সহড়াতলা ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম লাটু, কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলামসহ গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সহড়াতলা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা ওই রাতেই জরুরী বৈঠকে বসা হয়। সে সময় হ্যান্ডকাপ উদ্ধার ও আশিককে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানান বিজিবি। আশিক পলাতক থাকায় তাৎক্ষনিকভাবে কোনো সূরাহা হয়নি।

৪৭ বিজিবির সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পের বর্তমান কমান্ডার হাবিলদার

রিয়াজ বলেন, আমি বদলি হয়ে এসেছি। আমার পূর্ব কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো: ইসরাইল শেখ বদলি হয়ে চলে গেছেন। আমি নতুন এসেছি। আমি মামলা সমন্ধে কোনো কিছু বলতে পারবোনা।

মিরপুর ৪৭ বিজিবি’র সিও লে. কর্ণেল আরিফ বলেন, সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পে কর্মরত বিজিবি সদস্যদের সেক্টরে তুলে নেওয়া হয়েছে। আসলে সেদিনকার ওই ঘটনায় কি হয়েছিল তদন্তের জন্য। হ্যান্ডকাপ পরানো অবস্থায় আশিককে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ওইদিনকার ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বিজিবির টহল দলের কাছে তথ্য ছিল ওই যুবকের কাছে মাদক ছিল। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ওই যুবককে ধরে সার্চ করা হয়। তাৎক্ষনিকভাবে তার কাছে কোনো মাদক পাওয়া যায়নি। তবে তার কাছ থেকে একটি রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেল ও অন্যান্য মাল পাওয়া যায়। ওই সময় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ক্যাম্পে নেওয়ার সময় সে বাজারের উপর গিয়ে সিনক্রিয়েট করে। এসময় বাজারের কিছু লোক আমাদের ইউনিফ্রম পরা বিজিবি সদস্যদের দেখার পরেও আসামি ছিনিয়ে নেয়। আসলে এলাকার যারা চোরাচালানি বা এদের সাথে সম্পৃক্ত তাদের আমরা অনেকটাই চিনি। সেভাবেই মামলা দেওয়া হয়েছে।

গাংনীর চার বারের সাবেক ইউপি সদস্য আমানুল্লাহ মারা গেছেন

গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডে চারবারের নির্বাচিত সাবেক ইউপি সদস্য ও গ্রাম আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মো: আমানুল্লাহ (৫০) হৃদরোগে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন । (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত (১৮ আগস্ট) রাত ৯ টার দিকে নিজ বাড়িতে হৃদরোগে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান আওয়ামীলীগের এই নেতা। মো: আমানুল্লাহ তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত রুহুল আমীন বিশ্বাসের ছেলে।

জানা গেছে,আমানুল্লাহ শুক্রবার রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করলে পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে নেয়ার সময় মারা যান তিনি।

আজ শনিবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১০ টার সময় তেঁতুলবাড়িয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে জানাযা শেষে দাফন করা হয়।

তার জানাযাতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: মোখলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়াসহ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মো: আমানুল্লাহর স্ত্রী,২ ছেলে ও ১ মেয়ে, রাজনৈতিক সহচার্যসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটি ইউপি মেম্বর রফিকুল মারা গেছেন

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের (ভোমরদহ) গ্রামের সদস্য রফিকুল ইসলাম (৪৫) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।
রফিকুল সাহারবাটী ইউনিয়নের ভোমরদহ গ্রামের বিলপাড়ার মৃত মুছাব উদ্দীনের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (১৭ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে স্ট্রোকজনিত কারণে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী,২ মেয়ে ও ১ ছেলেসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, রফিকুল ইসলাম কয়েকদিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে নিজ বাড়িতে স্ট্রোক করেন। এসময় পরিবারের লোকজন তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

শুক্রবার (১৮ আগস্ট) বাদ জুম্মা ভোমরদহ বিলপাড়া কবরস্থান নামাজে জানাজা শেষে ওই কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গাংনীতে দুধ পরিবহনে ট্যাংকার ভ্যান এর শুভ উদ্বোধন

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার দুধ পরিবহনে ট্যাংকার ভ্যানের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় দুধ পরিবহনের এই ভ্যানের উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ঝিনাইদহ জেলার আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন কতৃক বাস্তবায়িত আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল(ইফাদ) ও পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালূচেইন উপ- প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আরএমটিপি প্রকল্প থেকে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার গোয়ালা হাফিজুর রহমানকে ট্যাংকার ভ্যান ক্রয় বাবদ ৩০০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্যাংকার ভ্যান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মোঃ সালাউদ্দীন শাওন, সেক্রেটারি মোঃ রফিক, আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী মোঃ রাশেদুল ইসলাম, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আরএমটিপি প্রকল্প প্রজেক্ট ম্যানেজার কৃষিবিদ আব্দুল বারী, ইন্টারভেনশ ০৪- এর ভ্যালূচেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ শরিফুল আলম লিটন, গাংনী উপজেলার সহকারী ভ্যালূচেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ আল আমিন এবং ইউনিট ম্যানেজার মোঃ শাহাবুদ্দীন আহম্মেদ।

গাংনী উপজেলার এই ট্যাংকার ভ্যানের উদ্বোধনের ফলে দুধ পরিবহন সহজ ও নিরাপদ হবে। ফলে এলাকায় দুধের উৎপাদন ও খামারীরা ন্যায্য দাম পাবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করেন।

গাংনীতে ডা. সাগরের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা.এ.এম. নাজমুল হক সাগর এর উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার(১৬ আগস্ট) সন্ধায় গাংনী উপজেলার সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের সভাপতিত্বে ও মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহজাহান আলীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা উপ কমিটি সদস্য, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ডা.এ.এম. নাজমুল হক সাগর।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, সাহারবাটি ইউনিয়া আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মুরশেদ অতুল, সাহারবাটি ০৮নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আতাউর রহমান খোকন,সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন সাবান,০৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আয়নাল হক,০৭নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইউপি সদস্য মহিদুল ইসলাম, সাহারবাটি ০৯নং ওয়ার্ড়ের ইউপি সদস্য আব্বাস আলী।

এসময় গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগ জিয়াউল হক জিয়া,মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ – সভাপতি হুমায়ন কবির লিখন।
গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সহ- সভাপতি তরিকুল ইসলাম উজ্জ্বল,তৌফিক আজিজ মুন্না,রাসেল হোসেন,হুসাইন আহমেদ,যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম,সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হোসেন,মটমুড়া ইউনিয়ান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাহারুল ইসলাম প্রমূখ।